



Interconnected Government & Leadership (IGL)

Change-Innovation-Reform Action Plan (CIRAP)
A Co-creation of 119th Senior Staff Course

Theme 1:
Citizen Service Delivery

Theme 2:
Knowledge Management & Skills

Theme 3:
Policy Evaluation & Formulation

Theme 4:
Performance & Efficiency Management

Theme 5:
**Interconnected Government &
Leadership (IGL)**

Theme 6:
Transparency, Effectiveness &
Accountability



Bangladesh Public Administration Training Centre
Managing Knowledge for Improved Performance

পরিবর্তন-উদ্ভাবন-সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা

পাইলট উদ্যোগ ০১:

বেগম রোকেয়া পদক প্রার্থী নির্বাচনে স্কেরকার্ড ও অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া

পাইলট উদ্যোগ ০২:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় ডি-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়নে পলিসি রিফর্ম

পাইলট উদ্যোগ ০৩:

ইন্টিগ্রেটেড ডেটা অ্যান্ড এভিডেন্স-বেইজড প্ল্যানিং ল্যাব (IDEP Lab) স্থাপন

পাইলট উদ্যোগ ০৪:

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পাটচাষী, পাট ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, রপ্তানিককরণ ও পাটকল মালিকদের ডাটাবেইজ সংরক্ষণ এবং আন্তঃসংযোগ স্থাপন, "The Golden Fibre Platform"

পাইলট উদ্যোগ ০৫:

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অধীন ঐতিহ্যগত নৃত্য, সংগীত, থিয়েটার, সিনেমা, ক্রাফটস, পেইন্টিং ইত্যাদির জন্য জাতীয় ডিজিটাল আর্কাইভ এবং ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা

পাইলট উদ্যোগ ০৬:

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন/ স্বেচ্ছাসেবকদের নিবন্ধনকরণ



মোছা: আরজু আরা বেগম

যুগ্মসচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বেগম রোকেয়া পদক প্রার্থী নির্বাচনে স্কেরকার্ড ও অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া

❖ ভূমিকা

ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত নতুন বাংলাদেশে সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে “বেগম রোকেয়া পদক” প্রদান প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ, সময়োপযোগী ও টেকসই করতে এই সংস্কার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নীতিমালা ২০২৫-এ প্রার্থী নির্বাচন, স্কেরকার্ড, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সংক্রান্ত যেসব সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা গেছে, তা দূর করাই এই প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য। নাগরিকদের জন্য উন্নত সেবা নিশ্চিতকল্পে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই যুগধর্মী সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করেছে।

❖ সংস্কারের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ ও প্রেক্ষাপট

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য হলো একটি সুনির্দিষ্ট, বস্তুনিষ্ঠ এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ পদ্ধতিতে বেগম রোকেয়া পদক প্রদান করা।

❖ বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র

প্রার্থী নির্বাচনে স্কেরকার্ডের অভাব: প্রার্থী মূল্যায়নে কোনো নির্দিষ্ট, তথ্যভিত্তিক স্কেরকার্ড ব্যবহার না করায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বস্তুনিষ্ঠতা হারাচ্ছে।
ফাইল প্রক্রিয়ায় সময়ক্ষেপণ: ম্যানুয়াল এবং কাগজভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণের কারণে আবেদন যাচাই-বাছাইয়ে অনেকবেশি সময় লাগছে, যা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করছে। এতে আবেদনকারী এবং যাচাই-বাছাই কমিটি উভয়কেই সমস্যায় পরতে হচ্ছে।

অংশীজনদের মতামতের সীমিত সুযোগ: নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং প্রার্থী নির্বাচনের প্রাথমিক পর্যায়ে অংশীজনদের (NGO, নারীনেত্রী, মিডিয়া) মতামত সংগ্রহের কোনো আনুষ্ঠানিক প্ল্যাটফর্ম বা প্র্যাক্টিস নেই।

কমিটি গঠনে পরিবর্তনশীলতা: পদক নির্বাচন কমিটির সদস্য বারবার পরিবর্তন হওয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান ও ধারাবাহিকতা বজায় থাকছে না।

❖ বর্তমান বাহ্যিক চিত্র

জাতীয়/ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার: নারীর ক্ষমতায়ন ও সমতা বিষয়ে জাতিসংঘের SDG (৫ নম্বর লক্ষ্য: Gender Equality)-এর সাথে সাযুজ্য আনার প্রয়োজন রয়েছে।
গণমাধ্যম ও সিভিল সোসাইটির নজরদারি: পদক প্রদান প্রক্রিয়া নিয়ে গণমাধ্যম ও সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রায়ই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সংক্রান্ত প্রশ্ন ওঠে।
তথ্যের অপ্রতুলতা: নির্বাচিত প্রার্থীদের গুণাবলী ও অ-নির্বাচিতদের আবেদন খারিজের কারণ সম্পর্কে জনমনে বা প্রার্থীদের মধ্যে স্বচ্ছ তথ্যের অভাব রয়েছে।

সংস্কার উদ্যোগসমূহ

০১. প্রসেস রিফর্ম

✦ উদ্যোগের শিরোনাম

প্রার্থী নির্বাচনে ডিজিটাল আবেদন প্ল্যাটফর্ম চালু।

✦ প্রেক্ষাপট

বর্তমান প্রক্রিয়াসময়ক্ষেপী ও ক্লায়েন্টবান্ধব নয়। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম স্বচ্ছতা বাড়াবে।

✦ উদ্দেশ্য

আবেদন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ, সময়োপযোগী ও ক্লায়েন্টবান্ধব করে তোলা।

✦ ফলাফল

আবেদন প্রক্রিয়াকরণের সময় ও খরচ কমবে, সরকারি কাজের দক্ষতা বাড়বে।

✦ মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI) দায়িত্ব

আবেদন প্রক্রিয়াকরণের গড় সময় ৩০% হ্রাস। অনলাইন আবেদন ৯০% নিশ্চিত করা।

✦ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (প্রশাসন/ আইসিটি শাখা)

তথ্যভিত্তিক স্কেলকার্ড ব্যবহার প্রার্থী নির্বাচনে নির্দিষ্ট স্কেলকার্ড না থাকায় বস্তুনিষ্ঠতা কমে। প্রার্থীর যোগ্যতা মূল্যায়নকে বস্তুনিষ্ঠ ও যাচাইযোগ্য করে তোলা। যোগ্যতম প্রার্থীর নির্বাচন নিশ্চিত হবে এবং কমিটির মধ্যে আলোচনার সময় কমবে। স্কেলকার্ড ব্যবহারের কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সময় ১০% হ্রাস, কমিটির ৮০% সদস্যের সন্তুষ্টি অর্জন।

০২. প্র্যাক্টিস রিফর্ম

✦ উদ্যোগের শিরোনাম

অংশীজনদের মতামত সংগ্রহের জন্য ওপেন কনসালটেশন চালু।

✦ প্রেক্ষাপট

নীতি নির্ধারণ ও প্রক্রিয়ায় অংশীজনদের মতামত সীমিত।

✦ উদ্দেশ্য

অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে নীতিকে আরও অংশগ্রহণমূলক ও কার্যকর করা।

✦ ফলাফল

জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে; তথ্য প্রবাহ হবে আন্তঃক্রিয়ামূলক।

✦ মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI) দায়িত্ব

বছরে কমপক্ষে ১টি ওপেন কনসালটেশন আয়োজন, ৭০% অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত।

✦ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (সমন্বয় শাখা)

নির্বাচিত ও অ-নির্বাচিত প্রার্থীদের কাছে ফিডব্যাক রিপোর্ট পাঠানো। ফিডব্যাক না দেওয়ায় প্রক্রিয়াটির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। পদক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। অ-নির্বাচিত প্রার্থীদের অসন্তোষ হ্রাস এবং ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী আবেদন জমা দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। আবেদনকারীকে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে ফিডব্যাক রিপোর্ট পাঠানো নিশ্চিত করা।

০৩. স্ট্রাকচারাল রিফর্ম

উদ্যোগের শিরোনাম প্রেক্ষাপট উদ্দেশ্য ফলাফল মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI) দায়িত্ব পদক নির্বাচনের জন্য স্থায়ী সেল/সেকশন গঠন ফাইল প্রক্রিয়ায় সময়ক্ষেপণ ও জনবল কাঠামোর ভারসাম্যহীনতা বিদ্যমান পদক সংক্রান্ত সকল কাজ সম্পাদনের জন্য বিশেষায়িত জনবল ও একটি স্থায়ী কাঠামো নিশ্চিত করা। সেবার মান উন্নয়ন ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ডিজিটাল মনিটরিং চালু করা। ১টি স্থায়ী সেল/সেকশন গঠন, নতুন জনবলের ৯০% প্রযুক্তি-সক্ষম কর্মী দিয়ে পূরণ করা।

✦ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (সমন্বয় শাখা)

কমিটির মধ্যে নারী সদস্যের সংখ্যা অন্তত ৫০% করা বর্তমান কমিটি গঠনে পদকের উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয় না। কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় লৈঙ্গিক ভারসাম্য নিশ্চিত করা। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় গুণগত মান ও সঠিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে। পদক নির্বাচন কমিটিতে ৫০% বা তার বেশি নারী সদস্যের অন্তর্ভুক্তি।

0৪. পলিসি রিফর্ম

✦ উদ্যোগের শিরোনাম

বিস্তারিত স্কোরকার্ড ও গাইডলাইন নীতিমালার সঙ্গে যুক্ত করা।

✦ প্রেক্ষাপট

প্রার্থী নির্বাচনে স্কোরকার্ড নেই, ফলে অস্বচ্ছতা থাকে।

✦ উদ্দেশ্য

প্রার্থী নির্বাচনের মানদণ্ডকে সুনির্দিষ্ট ও সকলের জন্য উন্মুক্ত করা।

✦ ফলাফল

প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ হবে এবং অভিযোগের হার হ্রাস পাবে।

✦ মুখ্য কর্মসম্পাদন সূচক (KPI) দায়িত্ব

১টি বিস্তারিত স্কোরকার্ড প্রণয়ন ও নীতিমালায় সংযোজন, যা ১০০% ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে।

✦ দায়িত্ব মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (সমন্বয় শাখা)

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত প্রতিবছর এক্সটার্নাল অডিট রিপোর্ট প্রকাশ। গণমাধ্যম ও সিভিল সোসাইটির নজরদারি প্রক্রিয়াটির স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। পদক প্রদান প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা। নাগরিক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাবে এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি সময় কমবে। ১টি বার্ষিক অডিট রিপোর্ট প্রকাশ, যাতে নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বিষয়ে ৮০% বা তার বেশি সন্তুষ্টি স্কোর থাকে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (প্রশাসন শাখা)

একটি সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা

✦ পাইলট উদ্যোগের শিরোনাম: “বেগম রোকেয়া পদক প্রার্থী নির্বাচনে স্কোরকার্ড ও অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া”

✦ কোথায় বাস্তবায়িত হবে: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কীভাবে জাতীয় পর্যায়ে, কখন নভেম্বর ২০২৫ - জুন ২০২৬ (১২ মাস)

0১. অনলাইন আবেদন সিস্টেম (মডিউল-১) ট্রায়াল:

বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় ট্রায়াল হিসেবে নতুন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আবেদন জমা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

0২. স্কোরকার্ডের পাইলট (মডিউল-২):

প্ল্যাটফর্মে জমা হওয়া আবেদনগুলো (কমপক্ষে ২০টি ট্রায়াল আবেদন) নতুন স্কোরকার্ড অনুযায়ী মূল্যায়ন করে এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হবে।

0৩. ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা যাচাই (মডিউল-৩):

ট্রায়াল রান শেষে ব্যবহারকারী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নেওয়া হবে।

উদ্যোগটি টেকসইকরণের কৌশল (Sustainability Strategy)

✦ বার্ষিক রিভিউ

প্রতিবার পদক প্রদানের পর রিভিউ রিপোর্ট তৈরি করে নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে।

✦ ওয়েবসাইটে প্রকাশ

মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নির্বাচন প্রক্রিয়ার সারসংক্ষেপ (নির্বাচিত প্রার্থীদের স্কোরকার্ডের মূল অংশ) প্রকাশ করা হবে।

✦ নীতিমালায় অন্তর্ভুক্তি

সফল পাইলটের পর স্কোরকার্ড এবং অনলাইন প্রক্রিয়াকে পুরো নীতিমালায় স্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

শারমিনা নাসরীন

যুগ্মসচিব (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় ডি-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়নে পলিসি রিফর্ম

❖ সমস্যার বর্ণনা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি নথি কার্যক্রম বাস্তবায়নের বর্তমান চিত্র

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সরকারি খাতে প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ এবং অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন একটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত শতবর্ষ পুরাতন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার এবং ২ হাজার শিক্ষকসহ মোট কর্মকর্তা-কর্মচারী ৬,৬০০ জন। ১৩টি একাডেমিক অনুষদ, ১৩টি ইনস্টিটিউট, ৮৬টি বিভাগ, ২৩টি আবাসিক হল/হোস্টেল, ৫৯টি গবেষণা সেন্টারসহ একাডেমিক কার্যক্রমকে সহায়তা প্রদানের জন্য মোট ২৫৬টি প্রশাসনিক ইউনিট নিয়ে এটি একটি বিশাল শিক্ষা পরিবার। একাডেমিক কার্যক্রমকে সহায়তা করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই ধরনের প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো রয়েছে:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো

সিদ্ধান্ত গ্রহণ/ অনুমোদন/ সুপারিশ প্রদারকারী কর্তৃপক্ষ
সিনেট, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, অর্থ কমিটি,
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি, কারিকুলাম কমিটি, ডীন
কমিটি, সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট কমিটি ইত্যাদি

কর্মকর্তা-কর্মচারী সমন্বয়ে স্থায়ী প্রশাসনিক কাঠামো
ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ট্রেজারার, রেজিস্ট্রার,
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, অনুষদ ডীন, বিভাগীয় প্রধান, হল প্রভোস্ট,
গ্রন্থাগারিক, ইনস্টিটিউট পরিচালক, ইত্যাদি
দৈনন্দিন সাধারণ প্রশাসন পরিচালনাকারী

দেশের সর্বোচ্চ এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে এখনও ম্যানুয়াল ও কাগজনির্ভর প্রক্রিয়ায় প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পাদিত হয়; ডি-নথি সিস্টেম চালু হওয়ার প্রক্রিয়ায় আছে। ইউজিসির তত্ত্বাবধানে A2I প্রোগ্রামের সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৩ সাল থেকে ই-নথি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ বিষয়ে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কর্তৃক প্রথম ধাপে প্রশাসনিক ভবনস্ব ১৭টি দপ্তরে ডি নথি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং ইতমধ্যে A2I কর্তৃক উক্ত ১৭টি দপ্তরে ডি-নথি সিস্টেমের ভারুয়াল অফিস তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন সমস্যার কারণে কার্যক্রমটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি হয়নি। যেখানে সরকারি মন্ত্রণালয়, সচিবালয় ও বিভিন্ন দপ্তরে ডি-নথি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেখানে দেশের সর্বোচ্চ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অদ্যাবধি ডি-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন না হওয়া নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার প্রতিফলন।

❖ সমস্যা সমাধানে পাইলট উদ্যোগের বর্ণনা (সমস্যা সমাধানের উপায় ও ফলাফল)

আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ, স্বচ্ছ, গতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাইজেশন বা ডি নথি সিস্টেম চালুর লক্ষ্যে বর্তমান পাইলট প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কলেবর বৃহৎ হবার কারণে প্রথম পর্যায়ে প্রশাসনিক ভবনের ১৭টি দপ্তরে ডি নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। উদ্যোগটির সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের নেতৃত্বে প্রশাসনিক সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান-ইউজিসি-এর মাধ্যমে পেপারলেস অফিস প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রদান করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিশেষত প্রযুক্তিগত অবকাঠামো ও নিরাপত্তা কাঠামো, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা এবং উদ্যোগটি টেকসই করতে মন্ত্রণালয়/ইউজিসি'তে রিপোর্টিং ও জবাবদিহি কাঠামো সৃষ্টিতে কতিপয় পলিসি রিফর্ম উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

❖ পাইলটিং বিবেচনার যৌক্তিকতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো দেশের সর্ববৃহৎ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল অফিস ব্যবস্থাপনা চালু হলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট একটি বিশাল সেবা প্রত্যাশী গোষ্ঠীর জন্য সেবা প্রদান সহজীকরণ এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কর্মতৎপরতা বৃদ্ধিসহ এবং তত্ত্বাবধানকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নিম্নলিখিত সুযোগ/সুবিধা তৈরি হবে:

সময়, ব্যয়, জনবল সাশ্রয় ও কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি: ফাইল মুভমেন্ট, পত্র যোগাযোগ ও নোট অনুমোদনের সময় হ্রাস পেয়ে প্রশাসনিক কার্যক্রম দ্রুততা ও দক্ষতার সাথে বাস্তবায়িত হবে;

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ত্বরান্বিতকরণ: বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট একাধিক বিষয় সামারি আকারে প্রেরণ করতে হয় যা মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াপূর্বক প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় হয়ে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে ম্যানুয়ালি নথি প্রেরণ করে অনুমোদন করতে অনেক সময় ব্যয় হয়। ডি-নথিতে এই সময় ব্যয় হবে।

প্রশাসনিক সমন্বয়মূলক কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি: ইউজিসি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে আন্তঃসংযোগ সহজ হবে পাবে এবং কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে;

স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সুশাসন নিশ্চিত: বিশ্ববিদ্যালয়ের দাপ্তরিক কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি'র সংস্কৃতি তৈরি হবে; দাপ্তরিক কাজে দুর্নীতির সুযোগ কমে আসবে।

অভিজ্ঞতা রেকর্ড করা: সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-নথি বাস্তবায়নে অনুসরণ করা সহজতর হবে।

❖ উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান

ক) পাইলট উদ্যোগের শিরোনাম: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭টি প্রশাসনিক দপ্তরে ডি-নথি) কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

খ) কোন প্রতিষ্ঠান উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করবে: (১) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

(২) বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)

(৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(৪) A2I/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

গ) কোথায় পাইলটিং হবে:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে অবস্থিত ১৭টি দপ্তর।

(উপাচার্য অফিস, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা), কোষাধ্যক্ষ, রেজিস্ট্রারের অফিস, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিস, কলেজ পরিদর্শক, আইন উপদেষ্টা, পরিচালক-পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, পরিচালক-অর্থ ও হিসাব, প্রধান প্রকৌশলীর অফিস, জনসংযোগ, প্রকাশনা সংস্থা, আইসিটি সেল, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স অফিস, পরিবহন অফিস ও এস্টেট অফিস)

ঘ) পাইলটিং কখন শুরু এবং কখন সমাপ্ত হবে: ডিসেম্বর ২০২৫-জুন ২০২৬

ঙ) পাইলটিং এর ফলে কতজন ব্যক্তির কী উপকার হবে এবং কী পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে:

উপকারভোগী: প্রত্যক্ষ/ পরোক্ষ আর্থিক লাভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭টি প্রশাসনিক দপ্তরে ডি-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন হলে তার সরাসরি সুবিধাজোগী এবং পরোক্ষ উপকারভোগীর সংখ্যা এবং আর্থিক সাশ্রয়ের সুনির্দিষ্ট পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে উল্লেখ করা কঠিন।

তবে সময়, শ্রম, কাগজ ও স্টেশনারি বাবদ বিশাল সাশ্রয় হবে, পাশাপাশি ফাইল নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস ও স্বচ্ছতা এবং সেবার মান বৃদ্ধিতে দীর্ঘমেয়াদী উপকার হবে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং সেবা প্রত্যাশী ব্যক্তির জোগাঙ্গি হ্রাস হবে এবং উপকৃত হবে যার দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক মূল্য অনেক বেশি।

❖ পাইলট বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত অংশী জন এবং তাদেরকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে

ক্রম	স্টেকহোল্ডার	ভূমিকা	প্রয়োগ পদ্ধতি/প্রক্রিয়া
১	মাধ্যমিক ও উচ্চ বিভাগ/ শিক্ষা মন্ত্রণালয়	নীতি প্রণয়ন ও তদারকি/মনিটরিং।	<ul style="list-style-type: none">ডি নথি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে নির্দেশনা ও সার্কুলার জারি;বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ও বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে ডি-নথি বাস্তবায়নকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি/সূচক হিসেবে নির্ধারণ করে ইউজিসিকে নির্দেশনা প্রদান;নিয়মিত মনিটরিং নিশ্চিত করতে মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয় সভায় এজেন্ডাভুক্ত করণ।
২	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)	নীতি প্রয়োগ তত্ত্বাবধান, সমন্বয়কারী ও নজরদারি	সরকারি নির্দেশনা অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় ডি-নথি গ্রহণ ও ব্যবহার করছে কিনা তা বাস্তবায়নে তদারকি, নির্দেশনা প্রদান, এবং অগ্রগতি মূল্যায়নের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত রিপোর্ট ও জবাবদিহি করা।
৩	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ (উপাচার্যের কার্যালয়, রেজিস্ট্রার অফিস ও আইসিটি সেল)	বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা	<ul style="list-style-type: none">নীতি নির্ধারণী সভা ও সিন্ডিকেট/একাডেমিক কাউন্সিলের মাধ্যমে নীতি পাস এবং কমিটি গঠনের মাধ্যমে উচ্চপর্যায়ের তদারকি;সকল বিভাগকে অংশগ্রহণে বাধ্য করতে প্রক্রিয়াগত নেতৃত্ব, প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রদান;প্রযুক্তিগত অবকাঠামো প্রস্তুত, ব্যবহারকারীর ডিভাইস ও ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিত,ডি নথি ব্যবহারের পরিকল্পনা প্রণয়ন, সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা,প্রয়োজনীয় তহবিল বরাদ্দ নিশ্চিত করা

			<ul style="list-style-type: none"> • ডি-নথি প্ল্যাটফর্মের কারিগরি দিক তদারকি, এবং ব্যবহারকারীদের জন্য টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রদান; প্ল্যাটফর্ম রক্ষণাবেক্ষণ ও ত্রুটি সমাধান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৪	বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ	ডি-নথির দৈনন্দিন ব্যবহারকারী। তবে নতুন প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রাথমিকভাবে পুরনো পদ্ধতিতে অভ্যস্ততা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিতে পারে।	<ul style="list-style-type: none"> • নীতিমালার অনুসরণ সকল প্রশাসনিক কাজে ডি-নথি ব্যবহার করে নথির কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করা • নিয়মিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ, এবং • কাগজভিত্তিক পদ্ধতির পরিবর্তে ডিজিটাল পদ্ধতির অভ্যাস তৈরি করা
৫	এটুআই (A2I) / তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	ডি-নথি সফটওয়্যার/সার্ভার/প্ল্যাটফর্মের কারিগরি/প্রযুক্তিগত সরবরাহকারী ও সহযোগিতাকারী।	<ul style="list-style-type: none"> • প্ল্যাটফর্মের অবকাঠামো তৈরি, কার্যকারিতা, সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা • ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণে সহায়তা প্রদান করা।

🔗 পাইলট বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের রিসোর্স কীভাবে কী প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে?

ক্রম	রিসোর্সের ধরণ	রিসোর্সের পরিমাণ
১	প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সহায়তা হিসেবে কম্পিউটার/স্ক্যানারসহ আনুষঙ্গিক সামগ্রির চাহিদা	<ul style="list-style-type: none"> • ১৭টি দপ্তরে ডি নথি কার্যক্রমের সাথে ৫০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য কম্পিউটার, স্ক্যানার ও নেটওয়ার্ক প্রিন্টারের প্রাথমিক সম্ভাব্য চাহিদা যথাক্রমে ০০, ২০০ ও ১০০টি। • লজিস্টিক সামগ্রী ক্রয়/সংগ্রহ: কম্পিউটার ক্রয়বাবদ আনুমানিক (৫০০* ১,০০,০০০) ৫.০০ কোটি টাকা এবং স্ক্যানার (২০০* ৪০,০০০) ০.৮০ কোটি টাকা; নেটওয়ার্ক প্রিন্টারের জন্য (১০০* ৬০০০০) ০.৬০ কোটি টাকা। অর্থাৎ কম্পিউটার ও স্ক্যানারসহ নেটওয়ার্ক প্রিন্টার সরবরাহ করতে মোট প্রায় ৬.৪ কোটি টাকার সংস্থান প্রয়োজন।
২	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> • প্রথম ধাপে প্রশাসনিক ভবনস্থ ১৭টি অফিসে একযোগে ডি নথি চালুর জন্য উক্ত দপ্তরসমূহের ৮০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য ডি নথি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। • প্রতি ব্যাচে ২০ জন করে ৮০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ৩দিনের একটি সাধারণ প্রশিক্ষণ ও কয়েকটি ব্যাচে ToT প্রদানে আনুমানিক ৪০টি ব্যাচে (৩,৫০,০০০ * ৪০) ১.৪০ কোটি টাকার সংস্থান প্রয়োজন।
৩	আর্থিক সংস্থান	ডি নথি কার্যক্রম চালুর প্রাথমিক শর্ত হিসেবে লজিস্টিক সামগ্রী ক্রয়/সংগ্রহের জন্য ৬.৪০ কোটি টাকা ও প্রশিক্ষণবাবদ ১.৪০ কোটি টাকাসহ মোট ৭.৮০ কোটি টাকার আর্থিক বরাদ্দ/ সংকুলান প্রয়োজন।

❖ সমস্যা সমাধানে পাইলট উদ্যোগের বর্ণনা (সমস্যা সমাধানের উপায় ও ফলাফল)

ক্রম	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী	নির্ধারিত সময়	সমন্বয়
১।	<ul style="list-style-type: none"> পেপারলেস অফিস প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশাসনিক নির্দেশনা: ডিনথি ব্যবহারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দাপ্তরিক কাজের জন্য বাধ্যতামূলক ঘোষণা করে একটি প্রজ্ঞাপন বা নির্দেশনা জারি করা। নির্দেশনায় ম্যানুয়াল নথি ব্যবহার ধাপে ধাপে কমিয়ে আনার জন্য একটি সুস্পষ্ট সময়সীমাবদ্ধ নীতিমালা প্রণয়ন করার জন্য ইউজিসিকে নির্দেশনা প্রদান। 	আইসিটি সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	ডিসেম্বর ২০২৫	বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
২।	সক্ষমতা যাচাই: ডি নথি চালু করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিগরি/লজিস্টিক/আর্থিক সক্ষমতা যাচাই:- এর জন্য ইউজিসিকে নির্দেশনা প্রদান;	ইউজিসি	ডিসেম্বর ২০২৫	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭টি প্রশাসনিক দপ্তরে ডি নথি চালুর জন্য নীতিমালা প্রণয়ন <ul style="list-style-type: none"> নীতিমালায় ডি-নথি ব্যবহারের পারফরমেন্স এবং ডিজিটাল ফাইলিং-এর প্রতি সদিচ্ছাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের (APA)সূচক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার বিধান করা; (ইউজিসি)-এর মাধ্যমে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-এর অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে, ২০২৬ সাল থেকে এপিএ'র বাজেট বরাদ্দ দেওয়ার বিধান করা 	ইউজিসি	জানুয়ারি ২০২৬	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪।	বাজেট বরাদ্দের শর্ত: ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে ডি-নথি বাস্তবায়ন/বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি/সূচক হিসেবে নির্ধারন করে ইউজিসিকে নির্দেশনা প্রদান;	বাজেট শাখা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	ডিসেম্বর ২০২৫	বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৫।	কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (APA) অন্তর্ভুক্তিকরণ: ইউজিসি'র সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-এর অন্যতম প্রধান সূচক হিসেবে ডি-নথি বাস্তবায়ন ও ব্যবহারের অগ্রগতিকে যুক্ত করা।	APA শাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	জানুয়ারি ২০২৫	বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

ক্রম	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী	নির্ধারিত সময়	সমন্বয়
৬।	<p>প্রযুক্তিগত অবকাঠামো প্রস্তুত:</p> <ul style="list-style-type: none"> ডি-নথি কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও নেটওয়ার্ক অবকাঠামো নিশ্চিত করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পর্যাপ্ত আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা। সিস্টেমের সাথে আন্তঃসংযোগ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-নথিকে ইউজিসি ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ডিজিটাল সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। 	A2I/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	মে ২০২৬	আইসিটি সেল, বাজেট শাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং ইউজিসি,
৭।	<p>প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন</p> <ul style="list-style-type: none"> প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলককরণ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য ডি-নথির ব্যবহার এবং বাস্তবায়ন বিষয়ে মানসম্মত ও বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। মন্ত্রণালয় কর্তৃক বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ পর্যায়ে এই প্রশিক্ষণের বাজেট ও সময় বরাদ্দ নিশ্চিত করা। বিশেষজ্ঞ দল গঠন: ডি-নথি বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি বা টাস্কফোর্স গঠনের নির্দেশনা দেওয়া। এই দল ডি-নথির সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে কাজ করবে। 	ইউজিসি, বাজেট শাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	জুন ২০২৬	বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ A2I/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

টেকসইকরণের কৌশল (Sustainability Strategies) : (পাইলট উদ্যোগটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এর বন্ধ হওয়া রোধ করা, অর্থাৎ গ্রুপের নিকট এটিকে জনপ্রিয় করা, মনিটরিং কার্যক্রম এবং এর রিপোর্ট/রোলিং আউটসহ টেকসইকরণ বিষয়ে কী-কী কৌশল গ্রহণ করা হবে?)

ক্রম	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী
১	রিপোর্টিং, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ও পুরস্কার: <ul style="list-style-type: none"> ডি-নথি বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবসম্মত কিন্তু কঠোর সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়ে তা পালনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহির আওতায় আনার জন্য মনিটরিং ও রিপোর্টিং সিস্টেম চালু রিপোর্টিং- এর জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ও ইউজিসি'র মাসিক সমন্বয় সভায় আলোচনার জন্য এজেন্ডাভুক্তকরণ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ও ইউজিসি কর্তৃক নিয়মিত বিরতিতে ডি-নথি কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ (Monitoring) করা এবং প্রয়োজনে পরামর্শ ও নির্দেশনা দেওয়া। ডি-নথির সফল ব্যবহারকারী বিভাগ/দপ্তর/ব্যক্তিদের উৎসাহিত করতে পুরস্কার বা স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং বাস্তবায়নে পিছিয়ে থাকা ইউনিটগুলোর সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য সহায়তা করা। 	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, ইউজিসি
২	জনসচেতনতা সৃষ্টি: <ul style="list-style-type: none"> ডি-নথি ব্যবহারের উপকারিতা এবং এর মাধ্যমে কাজের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধির গুরুত্ব সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ব্যাপক প্রচার ও সচেতনতা তৈরির জন্য ওয়ার্কশপ, সভা আয়োজন 	ইউজিসি

❖ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭টি প্রশাসনিক দপ্তরে ডি নথি চালুর জন্য বিদ্যমান সবলতা, দুর্বলতা বুকি ও সম্ভাবনা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ: SWOT Analysis

সবলতা (Strength):

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সবচেয়ে পুরনো, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুনামধারী বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়। ডিজিটাল নথি সিস্টেম চালু করা সরকারের উচ্চ পর্যায়ের লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সহজেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ICT Division, ও ইউজিসির নীতি সহায়তা, প্রযুক্তিগত সুবিধা, সরকারি অর্থায়ন ও নিয়মিত বাজেট সহায়তা পাওয়া যাবে। এছাড়া, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে exchange program-এর মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক উৎকর্ষতা সাধনের সুযোগ রয়েছে; সরকারিভাবে A21-এর মাধ্যমে সকল দপ্তরের জন্য একক সিস্টেম তৈরি করায় সফটওয়্যার তৈরি, আপডেট, মেইনটেনেন্স ইত্যাদি কাজের জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন নেই।

দুর্বলতা (Weakness):

নীতিগত চ্যালেঞ্জ

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্ত্বশাসনের কারণে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/ইউজিসি'র পক্ষ থেকে জোরালো উদ্যোগ/কর্মপরিকল্পনার অনুপস্থিতি;
বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের (ভিসি, রেজিস্ট্রার, দপ্তর প্রধান) মধ্যে ডি নথি কার্যক্রম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চালু ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দৃঢ় সিদ্ধান্ত/অঙ্গীকার ও প্রশাসনিক উদ্যোগের ও ঘাটতি;
ডি নথি বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা যাচাই করে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়নি;
সমন্বয়/মনিটরিং কাঠামোর দুর্বলতা;

মানবসম্পদের সক্ষমতার ঘাটতি ও আচরণগত সমস্যা

দীর্ঘদিনের ম্যানুয়াল ফাইল প্রসেসিং সংস্কৃতি এখনও প্রবল। প্রচলিত কাগজভিত্তিক ম্যানুয়াল সিস্টেম থেকে নতুন প্রযুক্তি নির্ভর সিস্টেম প্রয়োগে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নেতিবাচক মানসিকতা (resistance to change) ও অনীহা রয়েছে;
প্রযুক্তি ব্যবহারে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা কম ও প্রশিক্ষণের অভাব

ডিজিটাল অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনস্ব ১৭টি দপ্তরে ডি নথি কার্যক্রমের সাথে যুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী সকলের জন্য লজিস্টিক সহায়তা হিসেবে পর্যাপ্ত কম্পিউটার, স্ক্যানার, সার্ভার, নেটওয়ার্ক ও আনুষঙ্গিক সামগ্রীর অপ্রতুলতা ও নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগের সমস্যা রয়েছে;
ডেটা সুরক্ষা নিয়ের আশঙ্কা রয়েছে। সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন;
সার্ভার বা সফটওয়্যারের ধীরগতি/ডাউনটাইম ডি নথি ব্যবহারে অনীহা তৈরি করে;

আর্থিক চ্যালেঞ্জ

প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের অপ্রতুলতা রয়েছে।

সুযোগ (Opportunities):

সেবাপ্রদান সহজীকরণ

দ্রুত নথি প্রক্রিয়াকরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় বিধায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষার্থীসহ অন্যান্য সেবাপ্রার্থীদের অভ্যন্তরীণ সেবাপ্রদান কার্যক্রম সহজীকরণ হবে;

সময়, জনবল, খরচ সাশ্রয় ও কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি

ডি নথি সিস্টেমে ফাইল মুভমেন্ট, পত্র যোগাযোগ ও নোট অনুমোদনের সময় হ্রাস পেয়ে প্রশাসনিক কার্যক্রম দ্রুততা ও দক্ষতার সাথে বাস্তবায়িত হবে। প্রশাসনিক সমন্বয়মূলক কাজে ইউজিসি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে আন্তঃসংযোগ সহজ হবে পাবে এবং কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। কাগজ, প্রিন্ট, স্টোরেরজ ও ম্যানুয়াল প্রসেসে ব্যয় কমবে;

নথিপত্র ও তথ্যের গোপনীয়তা/নিরাপত্তা রক্ষা ও ডিজিটাল আর্কাইভ

দাপ্তরিক যোগাযোগে নথিপত্রের গোপনীয়তা রক্ষা/নিরাপত্তা নথিপত্র হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি,ডিজিটাল সিস্টেমে পরিহার করা সম্ভব হবে। নথি ও তথ্যাবলি ডিজিটাল সিস্টেমে সহজে সংরক্ষণ ও অনুসন্ধানযোগ্য হবে;

স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সুশাসন নিশ্চিত

চিঠি ও নথিপত্র প্রেরণের সুনির্দিষ্ট সময়, প্রেরক ও গ্রহীতার তথ্য যোগাযোগ রেকর্ড থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দাপ্তরিক কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হবে;

ঝুঁকি (Threat):

ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা চালু না থাকায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউসিজিসহ অন্যান্য দপ্তরের আধুনিক প্রশাসনের সাথে তাল মেলাতে ব্যর্থ হচ্ছে। দ্রুত প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে তাল মেলাতে না পারলে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হবে।

কাগজভিত্তিক ম্যানুয়াল অফিস ব্যবস্থাপনায় নথিপত্র হারানো, কাজে বিলম্ব, অনিয়ম, অদক্ষতা দুর্নীতির সুযোগ বেড়ে যায়, ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সেবাগ্রহীতারা যথাসময়ে ও সহজে সেবা না পেয়ে দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে;



❖ গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা

০১. সমস্যা-বর্ণনা

ডেটা ছিন্নবিচ্ছিন্নতা ও সাইলোড ডেটা: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা-এর ডেটা ফরম্যাট, কোডিং ও রিলিজ ফ্রিকোয়েন্সি আলাদা; একটানা বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারযোগ্য নয়।

মান ও গভর্ন্যান্সের ঘাটতি: ডেটার মান যাচাই, মেটাডেটা স্ট্যান্ডার্ড ও ডেটা-গভর্ন্যান্স কৌশল অনিয়মিত বা অপর্য়াপ্ত।

প্রমাণ-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কম ব্যবহার: নীতি/প্রকল্প পরিকল্পনায় রিগরাস এম্পিরিকাল ড্যালিডেশন কম; পাইলট ও র্যান্ডমাইজড অ্যাসেসমেন্ট সীমিত।

ক্ষমতা সংকট: স্ট্যাটিস্টিশিয়ান, ডেটা সায়েন্টিস্ট, ইকোনোমেট্রিসিস্ট ইত্যাদি সংখ্যাাত্ত্বিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব।

ইনফ্রাস্ট্রাকচার সীমাবদ্ধতা: নিরাপদ, স্কেলেবল ডেটা প্ল্যাটফর্ম ও API-ভিত্তিক ইন্টিগ্রেশন অনুপস্থিত বা পুরনো।

প্রাইভেসি ও আইনি বাধা: ব্যক্তিগত/ সংবেদনশীল ডেটা ব্যবহারে স্পষ্ট নীতিমালা ও আইনি কাঠামো দুর্বল।

০২. লক্ষ্য ও প্রত্যাশিত ফলাফল

একটি কেন্দ্রীয়, ইন্টারফেসযোগ্য (API-ready) ডেটা লেক ও মেটাডেটা ক্যাটালগ: বিভিন্ন সরকারি ডাটাসেটকে স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাটে অন্তর্ভুক্ত করা।

নীতি তৈরিতে দ্রুত, নির্ভরযোগ্য প্রমাণপ্রতিভ (evidence-based) ইনপুট: প্রতি বছর পরিকল্পনা/ADP-তে অন্তত Xটি নীতিগত সিদ্ধান্ত যেখানে IDEP-Lab-এর বিশ্লেষণ সরাসরি ব্যবহৃত হবে।

ক্ষমতা নির্মাণ: পরিকল্পনা কমিশন ও নির্বাচিত মন্ত্রণালয়ে ৫০-১০০ জনকে (প্রাথমিক) ডেটা-বিশ্লেষণ এবং ফলাফল মূল্যায়নের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

পাইলট-রিসার্চ এবং র্যান্ডমাইজড পাইলট: কমপক্ষে ৬-১২টি নীতি/প্রকল্পে প্রমাণভিত্তিক পাইলট কার্যক্রম।

ডাটা-গভর্ন্যান্স নীতিমালা ও আইনি ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তাব: সরকারি অনুমোদনের জন্য।

❖ সংস্কার উদ্দ্যোগের বর্ণনা (পাইলটিং বিবেচনায় নিয়ে সমস্যা সমাধানের উপায় ও ফলাফল)

সমস্যা সমাধানের উপায়

০১. কেন্দ্রীয় ডেটা হাব

সব মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত ও প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য একক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে একীভূত করা।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) ভুক্ত প্রকল্পের অগ্রগতি রিয়েল-টাইমে পর্যবেক্ষণের সুযোগ।

০২. উন্নত অ্যানালিটিক্স ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) টুলস

বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স, পূর্বাভাস মডেল এবং AI ব্যবহার করে অর্থনৈতিক প্রবণতা অনুমান, প্রকল্প ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং এসডিজি (SDG) অগ্রগতি পরিমাপ।

০৩. দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি

পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মীদের জন্য ডেটা অ্যানালিটিক্স, জিআইএস (GIS) ও আধুনিক পরিকল্পনা সরঞ্জাম বিষয়ে প্রশিক্ষণ। একটি মূল পরিকল্পনাকারী ও ডেটা সায়েন্টিস্ট টিম গড়ে তোলা।

০৪. নীতি সিদ্ধান্তে ইউনিট

বিভিন্ন নীতি পরিস্থিতি (যেমন: জলবায়ু প্রভাব, অবকাঠামো বিনিয়োগ) সিদ্ধান্তে ইউনিট ও মডেলিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করা।

০৫. স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম

বেসরকারি খাত, স্থানীয় সরকার ও সিভিল সোসাইটি থেকে পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় মতামত সংগ্রহের জন্য একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা।

📌 সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান

(ক) পাইলট সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম: “ইন্টিগ্রেটেড ডেটা অ্যান্ড এভিডেন্স-বেইজড প্ল্যানিং ল্যাব (IDEP Lab)” স্থাপন

(খ) কোন্ প্রতিষ্ঠান উদ্যোগ বাস্তবায়ন করবে? বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

(গ) কোথায় পাইলটিং হবে? পাইলটিং বিবেচনার যৌক্তিকতা কী?

পরিকল্পনা কমিশনের জেনারেল ইকনমিকস ডিভিশনের (GED) অধীনে একটি বিশেষায়িত ইউনিট বা “ল্যাব” হিসেবে, অথবা কার্যক্রম বিভাগ এর অধীনে একটি সেমি-অটোনোমাস শাখা হিসেবে পাইলটিং হবে।

এই পাইলট উদ্যোগটি পরিকল্পনা কমিশনের মূল কাজ- পরিকল্পনা ও মনিটরিং- কে আধুনিকায়ন করবে এবং প্রমাণ করবে যে ডিজিটাল রূপান্তর ও ডেটা-ভিত্তিক সুশাসন বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কৌশলকে আরও শক্তিশালী করতে পারে।

(ঘ) পাইলটিং কখন শুরু এবং কখন সমাপ্ত হবে?

ফেজ ১ (পাইলট - ১২ মাস):

১-২টি অগ্রাধিকার খাত (যেমন: জ্বালানি ও পরিবহন) নির্বাচন করা।

ডেটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি ও পাইলট অ্যানালিটিক্স চালু করা।

ফেজ ২ (বিস্তার - পরবর্তী ২-৩ বছর):

সব মন্ত্রণালয়ে সম্প্রসারণ এবং জাতীয় এসডিজি (SDG) ট্র্যাকিংয়ের সাথে একীভূতকরণ।

❖ পাইলট বাস্তবায়নের সাথে কারা-কারা সম্পৃক্ত হবেন এবং তাদের কী ভাবে কাজে লাগানো যাবে ?

জাতীয়: পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা বিভাগ, BBS, আইসিটি বিভাগ, এক্সেস টু ইনফরমেশন (a2i), বিশ্ববিদ্যালয় ও থিংক-ট্যাঙ্কের সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU)।

আন্তর্জাতিক: জাতিসংঘ সংস্থা, বিশ্বব্যাংক, এডিবি, বিভিন্ন ডাটা-ইনোভেশন ল্যাবের সাথে সহযোগিতা।
প্রাথমিক পর্যায়ে যৌথ অর্থায়ন বা কারিগরি সহায়তা উৎসাহিত করা

❖ পাইলট সংস্কার বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের রিসোর্স কীভাবে কী প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে ?

0১. প্রযুক্তিগত/ ডিজিটাল রিসোর্স

কাজে লাগবে: সমন্বিত ডেটা প্ল্যাটফর্ম, ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন টুল, GIS, AI-ভিত্তিক অ্যানালিটিক্স।
প্রয়োজন: উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য রিয়েল-টাইম, সঠিক ও একীভূত ডেটা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।

0২. মানবসম্পদ/ দক্ষতা

কাজে লাগবে: ডেটা সায়েন্টিস্ট, অর্থনীতিবিদ, পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ, আইটি পেশাজীবী।
প্রয়োজন: প্রমাণভিত্তিক নীতি প্রণয়ন ও তথ্য যাচাই, মডেলিং ও নীতি বিশ্লেষণ।

0৩. প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতি-সংক্রান্ত রিসোর্স

কাজে লাগবে: মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর সমন্বয় কাঠামো, নীতিগত নির্দেশিকা, তথ্য শেয়ারিং প্রোটোকল।
প্রয়োজন: ডেটা শেয়ারিং ও ব্যবহার সহজ করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করা।

0৪. অর্থায়ন ও অবকাঠামো

কাজে লাগবে: সরকারী বাজেট, উন্নয়ন সহযোগী অর্থায়ন, ক্লাউড/ সার্ভার অবকাঠামো।
প্রয়োজন: ল্যাবের টেকসই পরিচালনা, ডেটা স্টোরেজ ও নিরাপত্তা, পাইলট থেকে জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণ।

0৫. গবেষণা ও জ্ঞানভিত্তিক রিসোর্স

কাজে লাগবে: বিশ্ববিদ্যালয়, থিংক ট্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক ডেটা সেট।
প্রয়োজন: তুলনামূলক বিশ্লেষণ, নীতিনির্ধারণের জন্য প্রমাণ ও গ্লোবাল বেস্ট প্র্যাকটিস গ্রহণ।

0৬. স্টেকহোল্ডার নেটওয়ার্ক ও পার্টনারশিপ

কাজে লাগবে: সরকারি দপ্তর, স্থানীয় সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি খাত।
প্রয়োজন: ডেটা সংগ্রহে সহায়তা, ব্যবহারকারীর চাহিদা শনাক্ত, পাইলট ফলাফল বাস্তবায়ন।

প্রযুক্তি ও ডেটা অবকাঠামো নীতি নির্ধারণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দেয়, মানবসম্পদ ও নেটওয়ার্ক ফলাফলকে নীতিতে রূপ দেয়, আর অর্থায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পাইলটকে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই করে।

পাইলট বাস্তবায়নের সাথে কারা-কারা সম্পৃক্ত হবেন এবং তাদের কী ভাবে কাজে লাগানো যাবে ?

ক্রম	কার্যক্রম	কে বাস্তবায়ন করবে	বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়	সমন্বয়ের বিষয়/মন্তব্য
১.	চাহিদা মূল্যায়ন ও নকশা: বিদ্যমান ডেটা উৎস, গ্যাপ, আইটি অবকাঠামো ও দক্ষতা যাচাই	পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), পরিকল্পনা বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (ICT Division)	১-২ মাস	প্রাথমিক পর্যায়ে সব মন্ত্রণালয়/বিভাগের ডেটা চাহিদা একত্র করে "Lab Roadmap" তৈরি করা
২.	ডেটা গভর্ন্যান্স নীতি ও ডেটা শেয়ারিং চুক্তি প্রণয়ন	পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা বিভাগ, আইন মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	২-৩ মাস	ডেটা নিরাপত্তা, গোপনীয়তা ও ইন্টার-অ্যাজেন্সি ডেটা শেয়ারিংয়ের জন্য MoU সই প্রয়োজন
৩.	আইটি অবকাঠামো ও প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন: ক্লাউড সার্ভার, ডেটা ওয়ারহাউজ, অ্যানালিটিক্স টুল	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, বেসরকারি আইটি অংশীদার	৩-৬ মাস	সাইবার নিরাপত্তা ও স্কেল-আপের সক্ষমতা নিশ্চিত
৪.	মানবসম্পদ গঠন ও প্রশিক্ষণ:	ডেটা সায়েন্টিস্ট, পরিকল্পনাবিদ ও নীতি বিশ্লেষক, পরিকল্পনা কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয়/থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, UNDP/ডেভেলপমেন্ট পার্টনার	৪-৬ মাস	ইন-হাউস ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি
৫.	পাইলট ডেটা ইন্টিগ্রেশন ও মডেলিং: ২-৩টি অগ্রাধিকার সেক্টর (যেমন কৃষি, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো)	জিইডি, সংশ্লিষ্ট লাইন মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (BBS)	৬-৯ মাস	প্রাথমিক ফলাফল পর্যবেক্ষণ, ডেটা গুণগত মান যাচাই
৬.	পলিসি ড্যাশবোর্ড ও ডিজিটাল হাইজেশন চালু	পরিকল্পনা বিভাগ, জিইডি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (ICT Division)	৯-১২ মাস	নীতিনির্ধারক, সংসদীয় কমিটি ও জনগণের জন্য ব্যবহারবান্ধব ইন্টারফেস
৭.	পাইলট মূল্যায়ন ও স্কেল-আপ	পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী	১২-১৫ মাস	শিখন সংকলন, বাজেট প্রস্তাব ও জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণের রোডম্যাপ তৈরি

📌 সমন্বয় ও নজরদারি

স্টিয়ারিং কমিটি: সদস্য (GED) এর নেতৃত্বে পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ICT Division, BBS, এবং উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

মাসিক রিভিউ মিটিং: অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বাধা নিরসন।

প্রযুক্তিগত সহায়তা: বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক সংস্থা (যেমন UNDP, World Bank, JICA, KOICA) থেকে টেকনিক্যাল গাইডেন্স।

শুরুতে চাহিদা ও নীতি কাঠামো পরিষ্কার করা, দ্রুত আইটি অবকাঠামো ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা এবং পরীক্ষামূলকভাবে ২-৩টি সেক্টরে ডেটা ইন্টিগ্রেশন চালু করাই পাইলটকে সফল করবে।

📌 **পাইলট সংস্কার উদ্যোগটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এর বন্ধ হওয়া রোধ করা, অভীষ্ট ফ্রপের নিকট এটিকে জনপ্রিয় করা, মনটরিং কার্যক্রম এবং এর রিপ্লিকেট/রোলিং আউটসহ টেকসইকরণ বিষয়ে কী কী কৌশল গ্রহণ করা হবে?**

আইনি/ নীতিগত ভিত্তি

সরকারি আদেশ (GO) জারি বা পরিকল্পনা কমিশনের চার্টার সংশোধন করে ল্যাবকে আন্তঃসংস্থা ডাটা অ্যাকসেসের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা প্রদান।

ডাটা অবকাঠামো

ইন্টিগ্রেটেড ডাটা ওয়ারহাউজ: BBS-এর ডাটাসেট, মন্ত্রণালয়গুলোর প্রশাসনিক রেকর্ড, ভূ-তথ্য (GIS), এবং বিগ ডাটা (যেমন স্যাটেলাইট ইমেজারি, মোবাইল ডাটা) সমন্বয় করা।

ইন্টারঅপারেবিলিটি স্ট্যান্ডার্ড

API ও সাধারণ ডাটা ফরম্যাট ব্যবহার করে রিয়েল-টাইম বা নির্দিষ্ট সময় অন্তর আপডেট নিশ্চিত করা।

ডাটা গভর্ন্যান্স

গোপনীয়তা, নিরাপত্তা ও ডাটার গুণগত মানের জন্য নীতিমালা (ডাটা শেয়ারিং চুক্তি, মেটাডাটা স্ট্যান্ডার্ড) তৈরি করা।

প্রযুক্তিগত ও মানবসম্পদ সক্ষমতা

বহুমুখী বিশেষজ্ঞ দল নিয়োগ: ডাটা সায়েন্টিস্ট, অর্থনীতিবিদ, পরিসংখ্যানবিদ, নীতি বিশ্লেষক, GIS বিশেষজ্ঞ ও আইটি বিশেষজ্ঞ।

পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাদের জন্য ডাটা অ্যানালিটিকস, ইকনোমেট্রিক্স ও ভিজুয়লাইজেশন টুলস (R, Python, Tableau, Power BI) বিষয়ে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ।

বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে “পলিসি ফেলোশিপ” প্রোগ্রাম চালু করা।

বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত-সহায়ক সরঞ্জাম

ড্যাশবোর্ড: এডিপি প্রকল্প, এসডিজি, জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি ট্র্যাক করা।

ফোরকাস্টিং ও সিমুলেশন মডেল: সামষ্টিক অর্থনীতি, জনসংখ্যা প্রবণতা, অবকাঠামো চাহিদা বিশ্লেষণ।

ইমপ্যাক্ট ইভালুয়েশন ফ্রেমওয়ার্ক: বড় প্রকল্পের দ্রুত ও দীর্ঘমেয়াদি মূল্যায়ন।

ড. মোঃ মনজুরুল ইসলাম

যুগ্মসচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পাটচাষী, পাট ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, রপ্তানিকারক ও পাটকল মালিকদের ডাটাবেইজ সংরক্ষণ এবং আন্তঃসংযোগ স্থাপন, “The Golden Fibre Platform”

❖ সমস্যার বর্ণনা

বাংলাদেশে পাট খাতের প্রধান সমস্যা হলো পাটচাষীদের কোনো কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজ নেই। বাজারে মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব বেশি, ফলে কৃষকরা ন্যায্য মূল্য পান না। প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তার অভাব রয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সীমিত ব্যবহার পাট শিল্পের দক্ষতা কমিয়ে দিয়েছে। রপ্তানিকারক ও স্থানীয় উৎপাদকদের মধ্যে সংযোগহীনতা বিদ্যমান। এই সব সমস্যা দূর করতে প্রয়োজন একটি সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, যেখানে উৎপাদক, ক্রেতা, রপ্তানিকারক ও সরকার একত্রে কাজ করতে পারে।

❖ উদ্যোগের বর্ণনা

“The Golden Fibre Platform (GFP)” নামে একটি ডিজিটাল সিস্টেম গঠন। এটি হবে একটি ডেটা ম্যানেজমেন্ট ও যোগাযোগ প্ল্যাটফর্ম, যেখানে পাটচাষী, ক্রেতা, রপ্তানিকারক ও সরকারি কর্মকর্তারা সংযুক্ত থাকবেন।

সমাধানের উপায়: পাটচাষীদের তথ্যভিত্তিক ডাটাবেইজ তৈরি ও ক্লাস্টারভিত্তিক সংগঠন করা হবে। প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটাল পরামর্শ, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহায়তা দেওয়া হবে। কৃষক ও ক্রেতাদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকবে। পাইলট প্রকল্প হিসেবে নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলে পরীক্ষা করা হবে, যাতে বাস্তব সমস্যা ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা যায়।

ফলাফল: কৃষকদের আয় ১০-২০% বৃদ্ধি পাবে। মধ্যস্বত্বভোগীর প্রভাব কমে যাবে। জুট পণ্যের গুণগত মান উন্নত হবে। তথ্যনির্ভর কৃষি ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠবে।

❖ উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান

পাইলট উদ্যোগের শিরোনাম: “The Golden Fibre Platform (GFP) – ডিজিটাল পাটচাষ ব্যবস্থাপনা ও সংযোগ প্ল্যাটফর্ম”

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান: পাট অধিদপ্তর এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। সহযোগী সংস্থা: বাংলাদেশ জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট (BJRI), এবং স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

পাইলটিং এলাকা: ফরিদপুর, মাগুরা ও ঝিনাইদহ জেলা (কারণ এই অঞ্চলগুলো পাট উৎপাদনে অগ্রগণ্য)। এই অঞ্চলগুলোতে বড় পরিসরে পাট চাষ হয় এবং কৃষকদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা সহজ হবে। পাইলটের ফলাফল সারা দেশে সম্প্রসারণযোগ্য হবে।

পাইলটিং সময়কাল: শুরু: জানুয়ারি ২০২৬। সমাপ্তি: ডিসেম্বর ২০২৬

উপকারভোগী ও অর্থনৈতিক প্রভাব: সরাসরি উপকারভোগী ২০,০০০+ পাটচাষী, পরোক্ষভাবে উপকারভোগী প্রায় ১ লাখ মানুষ, অর্থনৈতিক সাশ্রয় প্রায় ১৫% উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে, রপ্তানি আয় বছরে ৮-১০% বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

❖ সমস্যার বর্ণনা

বাংলাদেশে পাট খাতের প্রধান সমস্যা হলো পাটচাষীদের কোনো কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজ নেই। বাজারে মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব বেশি, ফলে কৃষকরা ন্যায্য মূল্য পান না। প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তার অভাব রয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সীমিত ব্যবহার পাট শিল্পের দক্ষতা কমিয়ে দিয়েছে। রপ্তানিকারক ও স্থানীয় উৎপাদকদের মধ্যে সংযোগহীনতা বিদ্যমান। এই সব সমস্যা দূর করতে প্রয়োজন একটি সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, যেখানে উৎপাদক, ক্রেতা, রপ্তানিকারক ও সরকার একত্রে কাজ করতে পারে।

❖ উদ্যোগের বর্ণনা

“The Golden Fibre Platform (GFP)” নামে একটি ডিজিটাল সিস্টেম গঠন। এটি হবে একটি ডেটা ম্যানেজমেন্ট ও যোগাযোগ প্ল্যাটফর্ম, যেখানে পাটচাষী, ক্রেতা, রপ্তানিকারক ও সরকারি কর্মকর্তারা সংযুক্ত থাকবেন।

সমাধানের উপায়: পাটচাষীদের তথ্যভিত্তিক ডাটাবেইজ তৈরি ও ক্লাস্টারভিত্তিক সংগঠন করা হবে। প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটাল পরামর্শ, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহায়তা দেওয়া হবে। কৃষক ও ক্রেতাদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকবে। পাইলট প্রকল্প হিসেবে নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলে পরীক্ষা করা হবে, যাতে বাস্তব সমস্যা ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা যায়।

ফলাফল: কৃষকদের আয় ১০-২০% বৃদ্ধি পাবে। মধ্যস্বত্বভোগীর প্রভাব কমে যাবে। জুট পণ্যের গুণগত মান উন্নত হবে। তথ্যনির্ভর কৃষি ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠবে।

❖ উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান

পাইলট উদ্যোগের শিরোনাম: “The Golden Fibre Platform (GFP) – ডিজিটাল পাটচাষ ব্যবস্থাপনা ও সংযোগ প্ল্যাটফর্ম”

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান: পাট অধিদপ্তর এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। সহযোগী সংস্থা: বাংলাদেশ জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট (BJRI), এবং স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

পাইলটিং এলাকা: ফরিদপুর, মাগুরা ও ঝিনাইদহ জেলা (কারণ এই অঞ্চলগুলো পাট উৎপাদনে অগ্রগণ্য)। এই অঞ্চলগুলোতে বড় পরিসরে পাট চাষ হয় এবং কৃষকদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা সহজ হবে। পাইলটের ফলাফল সারা দেশে সম্প্রসারণযোগ্য হবে।

পাইলটিং সময়কাল: শুরু: জানুয়ারি ২০২৬। সমাপ্তি: ডিসেম্বর ২০২৬

উপকারভোগী ও অর্থনৈতিক প্রভাব: সরাসরি উপকারভোগী ২০,০০০+ পাটচাষী, পরোক্ষভাবে উপকারভোগী প্রায় ১ লাখ মানুষ, অর্থনৈতিক সাশ্রয় প্রায় ১৫% উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে, রপ্তানি আয় বছরে ৮-১০% বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

❖ স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ ও ব্যবস্থাপনা

“The Golden Fibre Platform (GFP)” প্রকল্পের ক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডাররা প্রকল্পের লক্ষ্য পূরণে এক অনন্য ভূমিকা পালন করবে। পাটচাষী মূল উপভোক্তা হিসেবে প্রকল্পের তথ্য ও উৎপাদন ডাটাবেইজে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করবে। পাট অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট (BJRI) পাট অধিদপ্তর প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে সঠিক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে। স্থানীয় প্রশাসন মাঠ পর্যায়ে সমন্বয় করবে এবং কৃষকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখবে।

স্টেকহোল্ডার	ভূমিকা	সম্পৃক্ততার পদ্ধতি
পাটচাষী	মূল ব্যবহারকারী	প্রশিক্ষণ, তথ্য আপডেট, ক্লাস্টার ভিত্তিক সমন্বয়
স্থানীয় প্রশাসন	সমন্বয়ক	মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম তদারকি
পাট অধিদপ্তর	টেকনিক্যাল সহায়তা	ডাটাবেইজ তৈরি ও তথ্য যাচাই
রপ্তানিকারক ও ক্রেতা	ক্রয়-বিক্রয় সংযোগ	প্ল্যাটফর্মে নিবন্ধন ও সরাসরি ক্রয়
আইটি বিশেষজ্ঞ দল	প্রযুক্তিগত উন্নয়ন	সফটওয়্যার ও অ্যাপ ব্যবস্থাপনা

❖ রিসোর্স মোবাইলাইজেশন

“The Golden Fibre Platform (GFP)” প্রকল্পের ক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডাররা প্রকল্পের লক্ষ্য পূরণে এক অনন্য ভূমিকা পালন করবে। পাটচাষী মূল উপভোক্তা হিসেবে প্রকল্পের তথ্য ও উৎপাদন ডাটাবেইজে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করবে। পাট অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট (BJRI) পাট অধিদপ্তর প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে সঠিক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে। স্থানীয় প্রশাসন মাঠ পর্যায়ে সমন্বয় করবে এবং কৃষকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখবে।

রিসোর্সের ধরন	ব্যবহার উদ্দেশ্য
মানবসম্পদ	প্রশিক্ষণ, তদারকি, তথ্য সংগ্রহ
প্রযুক্তিগত সম্পদ	ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি, ডেটা সংরক্ষণ
আর্থিক সম্পদ	প্রশিক্ষণ কর্মশালা, অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট
সরকারি সহায়তা	নীতিগত অনুমোদন ও মনিটরিং

মানবসম্পদ (Human Resource) কাজে লাগানোর উপায়:

মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের তথ্য সংগ্রহ ও ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করা, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি, পাইলট প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং ও রিপোর্ট প্রস্তুত করা, কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন। সঠিক তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা তৈরি। মাঠপর্যায়ের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

আর্থিক সম্পদ (Financial Resource) কাজে লাগানোর উপায়:

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও মোবাইল অ্যাপ তৈরি। প্রশিক্ষণ, প্রচারণা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা। মনিটরিং ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে ব্যয়। প্রশাসনিক খরচ, যেমন অফিস পরিচালনা, সমন্বয় সভা। প্রকল্পের প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সচল রাখা। স্বচ্ছ বাজেট ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

প্রযুক্তিগত সম্পদ (Technical Resource) কাজে লাগানোর উপায়:

“The Golden Fibre Platform” সফটওয়্যার ও অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট। ডাটা সার্ভার, ক্লাউড স্টোরেজ ও সাইবার সিকিউরিটি ব্যবস্থা তৈরি। কৃষকদের জন্য অনলাইন পরামর্শ ও ট্রেনিং মডিউল তৈরি। ডিজিটাল রূপান্তরের মাধ্যমে তথ্য সহজলভ্য করা। কৃষক ও ক্রেতার মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করা।

প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ (Institutional Resource) কাজে লাগানোর উপায়:

নীতিগত অনুমোদন, পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক সমন্বয়। পাইলট এলাকা নির্ধারণ ও মাঠ পর্যায়ে সমর্থন প্রদান। সংশ্লিষ্ট সংস্থার (পাট অধিদপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন) সমন্বিত কার্যক্রম। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। প্রকল্পের কার্যকর বাস্তবায়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা গঠন।

লজিস্টিক ও স্থানীয় সম্পদ (Logistic & Local Resource) কাজে লাগানোর উপায়:

স্থানীয় অফিস, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সরঞ্জাম ও পরিবহন ব্যবহার। ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে কৃষক সমাবেশ ও প্রদর্শনী আয়োজন। মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম সহজভাবে পরিচালনা করা। স্থানীয় অংশগ্রহণ ও মালিকানা নিশ্চিত করা।

❖ বিস্তারিত কার্যক্রম

ক্রম	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী	সময়কাল	সমন্বয় মন্ত্রব্য
১	পাটচাষীর ডাটাবেইজ তৈরি	পাট অধিদপ্তর	জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬	তথ্য যাচাই
২	ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ডেভেলপমেন্ট	আইটি টিম	মার্চ-জুন ২০২৬	সফটওয়্যার ও অ্যাপ
৩	প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা কর্মশালা	স্থানীয় প্রশাসন	জুলাই-আগস্ট ২০২৬	কৃষক সম্পৃক্ততা
৪	পাইলট চালু ও মনিটরিং	মন্ত্রণালয়	সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৬	নিয়মিত পর্যবেক্ষণ

পাটচাষীর ডাটাবেইজ তৈরি (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬):

বাস্তবায়নকারী পাট অধিদপ্তর। এই ধাপে লক্ষ্য হলো দেশের পাটচাষীদের সম্পূর্ণ তথ্যভিত্তিক ডাটাবেইজ তৈরি করা। কৃষকের নাম, ঠিকানা, জমির পরিমাণ, চাষের ধরন, উৎপাদন ক্ষমতা এবং আগের বছরের ফলাফল সংরক্ষণ করা হবে। পাটচাষীদের একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভিত্তিক তৈরি করা, যা পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সহায়তার জন্য ব্যবহারযোগ্য হবে। তথ্য যাচাইয়ের মাধ্যমে ডাটার নির্ভুলতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করা। কৃষক সমন্বয় ও ক্লাস্টারভিত্তিক পরিকল্পনা সহজ করা। মাঠ পর্যায়ে তথ্য যাচাই ও স্থানীয় অফিসারদের মাধ্যমে সমন্বয় করা হবে।

প্ল্যাটফর্ম ডেভেলপমেন্ট (মার্চ-জুন ২০২৬):

বাস্তবায়নকারী: IT টিম। এই ধাপে একটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হবে, যা কৃষক, ক্রেতা, রপ্তানিকারক এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সংযুক্ত করবে। প্ল্যাটফর্মে থাকবে কৃষকের তথ্যভিত্তিক সরাসরি পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ মডিউল, বাজার সংযোগ ও লেনদেনের তথ্য। প্রযুক্তির মাধ্যমে পাটচাষীদের সহজে তথ্য, পরামর্শ ও বাজার সংযোগ নিশ্চিত করা। ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি এবং মধ্যস্বত্বভোগী হ্রাস করা। সফটওয়্যার ও অ্যাপের উন্নয়ন চলাকালে পাট ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সঙ্গে নিয়মিত ফিডব্যাক ও সমন্বয় করা হবে।

প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা কর্মশালা (জুলাই-আগস্ট ২০২৬):

বাস্তবায়নকারী স্থানীয় প্রশাসন। এই ধাপে স্থানীয়ভাবে কৃষক সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। কার্যক্রমে থাকবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের প্রশিক্ষণ, আধুনিক চাষাবাদ, ক্লাস্টার ফার্মিং ও রেটিং পদ্ধতি শেখানো, কৃষক ও কৃষক গ্রুপের মধ্যে সমন্বয় ও জ্ঞান ভাগাভাগি, কৃষকদের দক্ষ উন্নয়ন করা। প্রযুক্তি গ্রহণ ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে আগ্রহ বৃদ্ধি করা। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে কৃষক সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা হবে।

পাইলট চালু ও মনিটরিং (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৬):

বাস্তবায়নকারী পাট অধিদপ্তর। পাইলট ধাপে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা ও মনিটরিং করা হবে। এর মধ্যে থাকবে কৃষকের তথ্য ব্যবহারের পর্যবেক্ষণ, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কার্যক্রমের কার্যকারিতা যাচাই সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের প্রস্তাবনা তৈরি। উদ্দেশ্য প্রকল্পের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা সফল পদ্ধতি সারাদেশে সম্প্রসারণযোগ্য কিনা তা নির্ধারণ করা স্থায়ী ও টেকসই পদ্ধতি গঠন করা। নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং স্থানীয় প্রশাসন ও BJRI-এর সহায়তায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

টেকসইকরণের কৌশল (Sustainability Strategies):

“The Golden Fibre Platform (GFP)” প্রকল্পের মূল লক্ষ্য শুধু পাইলট বাস্তবায়ন নয়, বরং একটি দীর্ঘমেয়াদি, স্বচ্ছ এবং টেকসই ডিজিটাল ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে, যা কৃষক, সরকারী সংস্থা, বেসরকারি অংশীদার এবং প্রযুক্তি সরবরাহকারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। কৃষকদের জন্য নিয়মিত ডিজিটাল প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম চালু রাখা। মোবাইল অ্যাপ ও ওয়েব পোর্টাল সহজে ব্যবহারযোগ্য রাখা। স্থানীয় পর্যায়ে “Jute Cluster Committee” গঠন করে স্থায়ীভাবে ব্যবস্থাপনা করা। সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বে Revenue Sharing Model চালু করা। সফল পাইলট শেষে সারাদেশে Replication/Roll-out Plan বাস্তবায়ন করা।

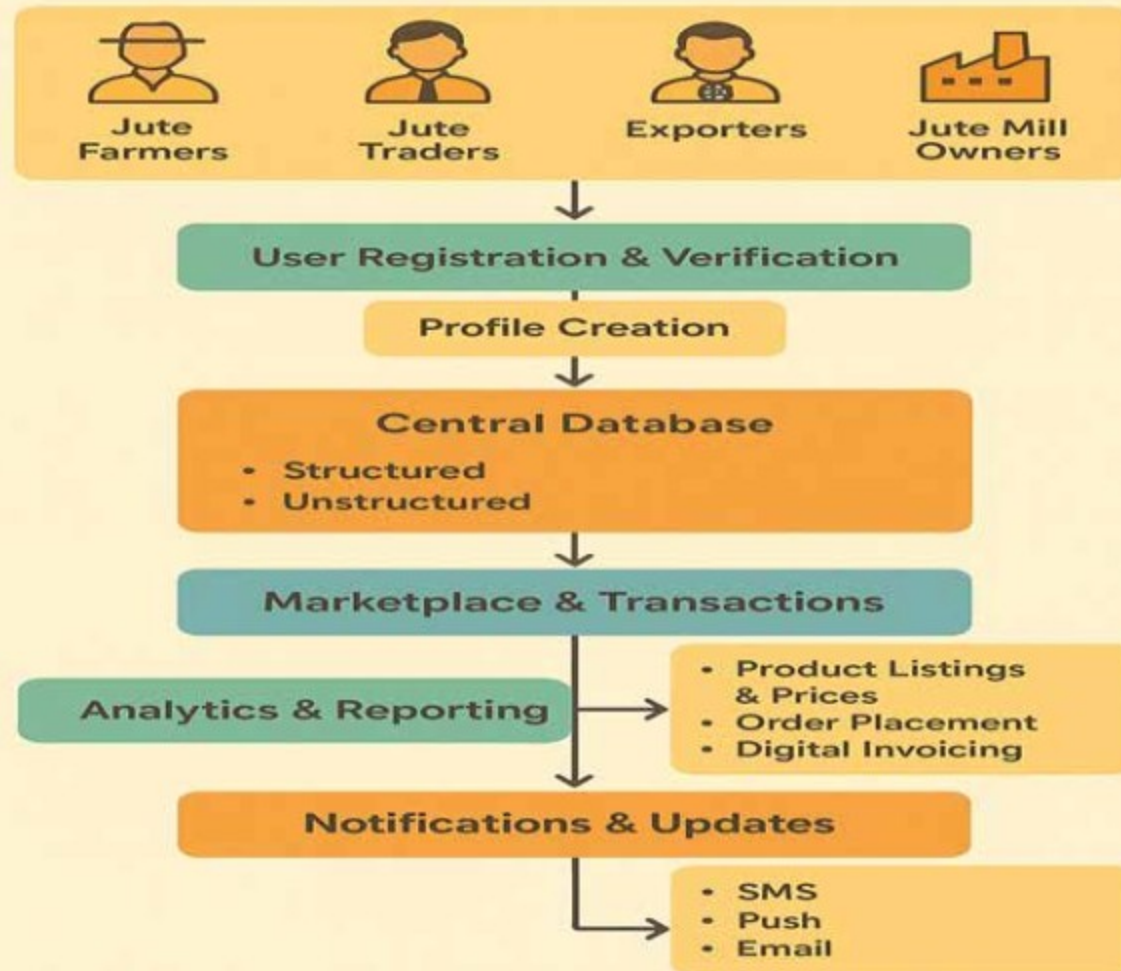
প্রথমত, কৃষকদের জন্য নিয়মিত ডিজিটাল প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম চালু রাখা হবে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে থাকবে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি, ক্লাস্টার ফার্মিং কৌশল এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার প্রশিক্ষণ। এর ফলে কৃষকরা নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারবে এবং তথ্যপ্রবাহে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।

দ্বিতীয়ত, মোবাইল অ্যাপ ও ওয়েব পোর্টালকে সহজ ও ব্যবহারযোগ্য রাখা হবে। ব্যবহারকারীদের জন্য ইন্টারফেস বন্ধুত্বপূর্ণ এবং বাংলা ভাষায় সমৃদ্ধ রাখা হবে, যাতে প্রযুক্তিগত জটিলতা কৃষকদের প্রভাবিত না করে।

তৃতীয়ত, স্থানীয় পর্যায়ে "Jute Cluster Committee" গঠন করা হবে। এই কমিটি মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রমের সমন্বয়, কৃষক গ্রুপের পরিচালনা এবং তথ্য যাচাইয়ের দায়িত্ব পালন করবে। এতে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের স্থায়িত্ব নিশ্চিত হবে।

চতুর্থত, সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে Revenue Sharing Model চালু করা হবে। এতে অংশীদাররা লাভবান হবে এবং প্রকল্পের অর্থনৈতিক টেকসইকরণ নিশ্চিত হবে। অবশেষে, সফল পাইলটের পর সারাদেশে Replication/Roll-out Plan বাস্তবায়ন করা হবে। এর মাধ্যমে যেসব কৌশল কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে তা দেশের সমস্ত পাটচাষী ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রসারণ করা যাবে।

THE GOLDEN PLATFORM



সাজ্জাদ হোসেন

প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অধীন ঐতিহ্যগত নৃত্য, সংগীত, থিয়েটার, সিনেমা, ক্রাফটস, পেইন্টিং ইত্যাদির জন্য জাতীয় ডিজিটাল আর্কাইভ এবং ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা

❖ উদ্দেশ্য

বাংলাদেশি ঐতিহ্যবাহী নৃত্য, সংগীত, থিয়েটার, সিনেমা, ক্রাফটস, চিত্রকলা ইত্যাদির ডিজিটাল সংরক্ষণ, প্রসার ও শেখার সুবিধা তৈরি করা; গবেষণা ও জনসাধারণের জন্য সহজ প্রবেশ-দ্বার প্রদান এবং সাংস্কৃতিক জ্ঞানের টেকসই ডিজিটাল অবকাঠামো গঠন।

❖ গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি - যেমন নৃত্য, সংগীত, থিয়েটার, সিনেমা, ক্রাফটস ও চিত্রকলা—সংরক্ষণ ও প্রজন্মান্তরে হস্তান্তরের কোনো সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বা জাতীয় আর্কাইভ এখনো গড়ে ওঠেনি। ফলে মূল্যবান সাংস্কৃতিক উপকরণ হারিয়ে যাচ্ছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, গবেষক, শিক্ষার্থী ও শিল্পীরা ঐতিহ্যবাহী শিল্পরূপ সম্পর্কে তথ্য পেতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন, এবং আধুনিক ডিজিটাল প্রজন্মের সঙ্গে ঐতিহ্যের সংযোগ ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে। তাছাড়া, সংস্কৃতিক উপকরণের সংরক্ষণ, অনুদান বরাদ্দ, প্রশিক্ষণ ও প্রকাশনা কার্যক্রমে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় বাধা তৈরী হচ্ছে।

মূল কারণ:

অপর্যাপ্ত ডিজিটাল অবকাঠামো, তথ্য সংরক্ষণের নীতিমালা ও প্ল্যাটফর্মের অভাব, এবং দক্ষ জনবলের স্বল্পতা।

ফলাফল:

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে ব্যর্থতা, শিক্ষণ-গবেষণায় সীমাবদ্ধতা, ও আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিচিতি হ্রাস।

❖ উদ্যোগের বর্ণনা

একটি জাতীয় ডিজিটাল সাংস্কৃতিক আর্কাইভ ও ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হবে, যেখানে ঐতিহ্যবাহী নৃত্য, সংগীত, নাটক, সিনেমা, হস্তশিল্প, চিত্রকলা ইত্যাদি বিষয়ে অডিও-ভিজুয়াল ও ডকুমেন্টারি সংরক্ষণ করা হবে। অনলাইন প্রশিক্ষণ (e-learning) ও ভার্চুয়াল পরিবেশনা (digital performance) চালু করা হবে। সাধারণ মানুষ, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা অনলাইনে এই কনটেন্টে অ্যাক্সেস পাবেন। উদ্যোগটির মূল বৈশিষ্ট্য হবে:

০১. ডিজিটাল সংরক্ষণাগার:

ঐতিহ্যবাহী নৃত্য, সংগীত, থিয়েটার, সিনেমা, ক্রাফটস ও চিত্রকলার ডিজিটাল আর্কাইভ।
উচ্চ রেজোলিউশনের ছবি, ভিডিও, অডিও ও বর্ণনামূলক ডকুমেন্ট সংরক্ষণ।

০২. ডিজিটাল পরিবেশনা:

ভার্চুয়াল গ্যালারী, অনলাইন প্রদর্শনী ও ফিল্ম/থিয়েটার স্ট্রিমিং।
ব্যবহারকারী-কেন্দ্রিক সার্চ এবং ফিল্টারিং ফিচার।

০৩. ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম:

কর্মশালা, মাস্টারক্লাস, কোর্স এবং দক্ষতা উন্নয়ন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ।
সার্টিফিকেশন এবং ইন্টারেক্টিভ কুইজ ও অ্যাসাইনমেন্ট।

০৪. ইউজার ইন্টারফেস ও অ্যাক্সেস:

বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ন্যাভিগেশন।
মোবাইল এবং ডেস্কটপে সহজ ব্যবহারযোগ্য ইন্টারফেস।

❖ ফলাফল

সংস্কৃতি সংরক্ষণের একটি টেকসই ডিজিটাল অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা, প্রশিক্ষণ ও শেখার সুযোগ বৃদ্ধি, শিল্পীদের ডিজিটাল দক্ষতা বৃদ্ধি, এবং সাংস্কৃতিক উপকরণের বিশ্বব্যাপী প্রচার।

❖ উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান

(ক) পাইলট উদ্যোগের শিরোনাম	"জাতীয় ডিজিটাল সাংস্কৃতিক আর্কাইভ ও ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম (National Digital Cultural Archive & e-Learning Platform)"
(খ) বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি (BSA)
(গ) পাইলটিং স্থান	ঢাকা শিল্পকলা একাডেমি ও নির্বাচিত জেলা শিল্পকলা একাডেমি (যেমন চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা)
(ঘ) পাইলটিং বিবেচনার যৌক্তিকতা	পর্যাপ্ত অবকাঠামো, দক্ষ জনবল ও সাংস্কৃতিক উপকরণ থাকা; রাজধানী ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সমন্বিত প্রয়োগের সম্ভাবনা যাচাই করা যাবে।
(ঙ) সময়কাল	শুরু: জানুয়ারি ২০২৬ সমাপ্তি: ডিসেম্বর ২০২৬
(চ) উপকারভোগী ও অর্থসামগ্র্য	উপকারভোগী: প্রায় ৫,০০০ শিল্পী, শিক্ষার্থী ও গবেষক; অর্থসামগ্র্য: প্রশাসনিক ব্যয় ২০% পর্যন্ত হ্রাস।

❖ উদ্যোগের প্রস্তাবিত মূল কর্মসম্পাদন সূচক

ক্ষেত্র	মাপকাঠি (Metrics)	লক্ষ্য (Target)
ডিজিটাল সংরক্ষণাগার	ডিজিটাইজড সামগ্রী সংখ্যা	৫,০০০+ (প্রথম বছরে)
ডিজিটাল প্রদর্শনী	অনলাইন প্রদর্শনী সংখ্যা	২০+ প্রদর্শনী/বছর
ই-লার্নিং	কোর্স ও কর্মশালা সংখ্যা	১০+ কোর্স/বছর
ইউজার এঙ্গেজমেন্ট	ডিজিটাল সংখ্যা ও লোগইন	মাসে ২০,০০০+ ব্যবহারকারী
প্রযুক্তিগত অগ্রগতি	সার্ভার আপটাইম	৯৯%+
জবাবদিহিতা	প্রকল্প প্রগতি রিপোর্টিং	ত্রৈমাসিক রিপোর্ট

✦ পাইলট বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত স্টেকহোল্ডার

স্টেকহোল্ডার	ভূমিকা	সম্পৃক্তকরণ পদ্ধতি
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি	নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধান	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট গঠন
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	প্রযুক্তিগত সহায়তা	সফটওয়্যার উন্নয়ন ও সার্ভার হোস্টিং
বিশ্ববিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক গবেষকরা	কনটেন্ট যাচাই ও গবেষণা সহায়তা	অ্যাকাডেমিক অংশীদারিত্ব
শিল্পী ও প্রশিক্ষক	কনটেন্ট প্রডাকশন	প্রশিক্ষণ ভিডিও ও ডিজিটাল পারফরমেন্স রেকর্ড
মিডিয়া ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	প্রচার ও CSR সহায়তা	কর্পোরেট স্পনসরশিপ ও প্রচারণা সহযোগিতা

✦ রিসোর্স মোবাইলাইজেশন

রিসোর্স ধরন	প্রয়োগের ক্ষেত্র	উৎস
প্রযুক্তিগত	ওয়েবসাইট, ডাটাবেজ, ভিডিও আর্কাইভ	আইসিটি বিভাগ ও টেক পার্টনার
মানবসম্পদ	ডিজিটাল কিউরেটর, আইটি কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক	একাডেমি ও ফ্রিল্যান্স বিশেষজ্ঞ
আর্থিক	অবকাঠামো ও কনটেন্ট প্রডাকশন	সরকারি বাজেট + CSR
সাংস্কৃতিক উপকরণ	ঐতিহ্যবাহী শিল্প উপাদান সংগ্রহ	একাডেমির আর্কাইভ ও শিল্পীদের সহযোগিতা

❖ বিস্তারিত কার্যক্রম

ক্রমিক	কার্যক্রম	কে বাস্তবায়ন করবে	সময়সীমা	মন্তব্য
১	প্রয়োজন নিরূপণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি	জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬	প্রকল্প টিম গঠন
২	ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়ন	আইসিটি বিভাগ	এপ্রিল-জুন ২০২৬	টেকনিক্যাল টিম সহায়তা
৩	কনটেন্ট সংগ্রহ ও ডিজিটাইজেশন	বিভাগীয় সমন্বয়কারী	মে-সেপ্টেম্বর ২০২৬	শিল্পী ও গবেষকদের সম্পৃক্তকরণ
৪	ই-লার্নিং মডিউল উন্নয়ন	প্রশিক্ষণ বিভাগ	জুলাই-অক্টোবর ২০২৬	বিশেষজ্ঞ ও প্রশিক্ষক সম্পৃক্ত
৫	পাইলট লঞ্চ ও ব্যবহারকারী প্রশিক্ষণ	একাডেমি ও পার্টনার প্রতিষ্ঠান	নভেম্বর ২০২৬	উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও মিডিয়া কাজারেজ
৬	মনিটরিং ও মূল্যায়ন	BSA মনিটরিং সেল	ডিসেম্বর ২০২৬	রিপোর্ট প্রকাশ ও সুপারিশ

❖ পাইলটিং কর্মপরিকল্পনা

সময়কাল: ১২ মাস

প্রস্তুতিমূলক ধাপ: প্রয়োজন নিরূপণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়ন: ৬ মাস।

পর্যায়ক্রমিক ধাপ:

০১. প্রাথমিক ডিজিটালাইজেশন (২ মাস)

৫০০-১০০০ সাংস্কৃতিক উপকরণ স্ক্যান এবং রেকর্ড।
মেটাডেটা ও ক্যাটালগিং সিস্টেম তৈরি।

০২. ডিজিটাল পরিবেশনা পাইলট (২ মাস)

১টি ভার্চুয়াল প্রদর্শনী এবং ভিডিও স্ট্রিমিং।
ব্যবহারকারীর ফিডব্যাক সংগ্রহ।

০৩. ই-লার্নিং পাইলট (২ মাস)

১টি মাস্টারক্লাস বা কোর্স চালু।
শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা মূল্যায়ন।

০৪. ফিডব্যাক ও অর্পিমাইজেশন (১-২ মাস)

ব্যবহারকারী এবং স্টেকহোল্ডার ফিডব্যাক অনুযায়ী প্ল্যাটফর্ম আপডেট।

❖ টেকসইকরণের কৌশল

নিয়মিত কনটেন্ট আপডেট ও ডাটাবেস রক্ষণাবেক্ষণ।

শিল্পীদের অবদান ও কনটেন্ট জমা দেওয়ার অনলাইন ব্যবস্থা।

রাজস্ব উৎপাদন (subscription, sponsorship)

সরকার ও বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে অর্থায়ন।

ডিজিটাল শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে জাতীয় শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্তি।

ধারাবাহিক মনিটরিং, ব্যবহারকারীর প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ ও প্রযুক্তি হালনাগাদকরণ।

সফল পাইলট শেষে সকল জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে রোল-আউট পরিকল্পনা।

📌 ভূমিকা

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময়, যেখানে ১৩৮ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৫৬৬ প্রজাতির পাখি, ১৬৭ প্রজাতির সরীসৃপ, ৪৯ প্রজাতির উভচর প্রাণী ও ২৫৩ প্রজাতির মিঠাপানির মাছ বাস করে। এছাড়া, বাংলাদেশে অসংখ্য অমেরুদণ্ডী প্রাণীও আছে- যারা দেশের পরিবেশ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু বন উজাড়, আবাসস্থল সংকোচন, অপরিবর্তিত নগরায়ন, অবৈধ শিকার, জলবায়ু পরিবর্তন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ৩১ প্রজাতি Regionally Extinct, ৫৬ প্রজাতি Critically Endangered, ১৮১ প্রজাতি Endangered, ১৫৩ প্রজাতিকে Vulnerable ঘোষণা করা হয়েছে (IUCN, 2016)। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বন অধিদপ্তর বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনা, রক্ষিত এলাকা (জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ইকোপার্ক, সাফারী পার্ক ইত্যাদি) পরিচালনা এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে একটি বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল আছে যার দায়িত্বে থাকেন একজন বন সংরক্ষক। সমগ্র দেশের বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনায় মোট ৭(সাত) টি বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ নিয়োজিত আছে যেগুলি ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম, সিলেট, হবিগঞ্জ, রাজশাহী এবং শেরপুরে অবস্থিত। এছাড়াও বন্যপ্রাণী পাচার, শিকার ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য অপরাধ মোকাবেলায় বন অধিদপ্তরে Wildlife Crime Control Unit নামে বিশেষভাবে গঠিত একটি ইউনিট নিয়োজিত আছে (BFD, 2025)। সাংগঠনিক কাঠামোতে বন অধিদপ্তরে সর্বমোট ১০৮২৫ জন জনবলের সংস্থান থাকলেও বর্তমানে নিয়োজিত আছে ৭ হাজারেরও কম জনবল। বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চলে ৯১২ জন জনবলের সংস্থান থাকলেও নিয়োজিত আছেন ৬০৫ জন (Islam, 2015)। এই স্বল্পসংখ্যক জনবল দিয়ে সমগ্র দেশের বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা করা বন অধিদপ্তরের জন্য একটি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের বিষয়। বর্তমানে দেশের প্রায় ৩০০ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যার আওতায় প্রায় ২০০০০ জন স্বেচ্ছাসেবক দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বন্যপ্রাণী, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ও প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণে সর্বসাধারণকে সচেতন করা, প্রশাসনকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করা ও সরকারি কর্মসূচীসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদযাপনের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে (Karim, 2025)।

📌 পাইলট কম্পোনেন্ট

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬ টি জেলার অধিক্ষেত্র নিয়ে উক্ত অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য, প্রকৃতি, বন্যপ্রাণী ও পাখি সংরক্ষণের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, রাজশাহী কাজ করে। এ অঞ্চলে অবস্থিত স্থলবন্দর ও সীমান্ত পথে বন্যপ্রাণী পাচার রোধে, চলনবিল, জবাইবিল, আন্দাসুরা বিল, আশুরার বিলসহ পদ্মা, যমুনা, তিস্তা, মহানন্দা, বড়াল নদীর চরাঞ্চলে দেশীয় ও পরিযায়ী পাখি শিকার প্রতিরোধে বন অধিদপ্তরের জনবল ও লজিস্টিক নিতান্তই অপ্রতুল বিধায় এ অঞ্চলের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন/ স্বেচ্ছাসেবীদেরকে নিবন্ধনের মাধ্যমে বন অধিদপ্তর বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে নবতর গতি সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এই কর্মসূচির প্রথম ধাপে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের জেলা সমূহের ৫০ টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ১০০০ জন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীকে অনলাইনে নিবন্ধন করা হবে। নিবন্ধনের পর তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে একটি ডিজিটাল ডাটাবেজে যুক্ত করা হবে।

SWOT বিশ্লেষণ

Strengths (শক্তি)

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নীতিগত সমর্থন রয়েছে।
স্থানীয় মানুষ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সচেতন ও আগ্রহী।
বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে স্বেচ্ছাসেবকদের শ্রমের সহজ প্রাপ্যতা।
স্বেচ্ছাসেবীদের নাগালের মধ্যেই এসব বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ও প্রজননক্ষেত্র।
প্রযুক্তিগত সহায়তা (অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, মোবাইল অ্যাপ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম) সহজলভ্য।

Weaknesses (দুর্বলতা):

স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পৃক্ততা দীর্ঘমেয়াদে ধরে রাখা কঠিন।
লজিস্টিক, যানবাহন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিশেষায়িত যন্ত্রের অপরিপূর্ণতা।
বন অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় সমস্যা।
প্রশাসনিক দক্ষতার সীমাবদ্ধতা।

Opportunities (সুযোগ)

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব।
স্থানীয় সরকার, এনজিও ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করা সম্ভব হবে।
ডিজিটাল সেবা ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা যাবে।
স্বেচ্ছাসেবক তরুন সম্প্রদায় প্রযুক্তির ব্যবহারে আগ্রহী হবে।

Threats (ছমকি)

বন্যপ্রাণী সংশ্লিষ্ট অপরাধের সাথে জড়িত ব্যক্তি/গোষ্ঠীর প্রতিরোধ।
রাজনৈতিক বা স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের চাপ।
স্থানীয় পর্যায়ে জন সচেতনতার অভাব।
প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা।

স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ

প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত/বাস্তবায়নকারী

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বন অধিদপ্তরের বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চলের বন সংরক্ষক (প্রকল্প পরিচালক হিসেবে)

সহযোগী সংস্থা

বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, রাজশাহী
স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন
এনজিও (বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংস্থা)
স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ক্রমিক নং	ঝুঁকি	সম্ভাব্য সমাধান
১	স্বেচ্ছাসেবীদের পর্যাপ্ত সাজা না পাওয়া।	প্রদাননা ও সামাজিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা করা।
২	স্থানীয় বন্যপ্রাণী সংশ্লিষ্ট অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত গোষ্ঠীর বিরোধিতা।	সহযোগী সংস্থাসমূহের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৩	প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে ডাটাবেজ ব্যবহার বাহত হওয়া।	বিকল্প অফলাইন রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা রাখা।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির নিবন্ধনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নিম্নরূপ

০১. আইনি স্বীকৃতি প্রদান

স্বেচ্ছাসেবীদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও সীমাবদ্ধতা ও নিবন্ধনে প্রয়োজনীয় যোগ্যতার নির্দেশক নির্ণয়ে গাইডলাইন প্রণয়ন করা।

০২. নিবন্ধন প্রক্রিয়া চালু

বন অধিদপ্তরের অধীনে স্বেচ্ছাসেবক নিবন্ধনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি।
আবেদনকারীকে একটি নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ ও মৌখিক/লিখিত মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্বাচন।

০৩. পরিচিতি পত্র (ID Card) প্রদান

নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবীদের সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত ছবি সম্বলিত পরিচিতি পত্র প্রদান।
পরিচিতিপত্রে স্বেচ্ছাসেবকের নাম, আইডি নম্বর, মেয়াদ, কার্যক্ষেত্র ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

০৪. প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

নিয়মিত ভাবে বন্যপ্রাণী চিহ্নিতকরণ, উদ্ধার, চিকিৎসা, আইনগত প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
সার্টিফিকেট কোর্স বা স্বল্পমেয়াদি ওয়ার্কশপের আয়োজন।

০৫. অনুপ্রেরণা ও সম্মাননা

প্রতিবছর স্বেচ্ছাসেবীদের কাজের ভিত্তিতে পুরস্কার বা সম্মাননা প্রদান।
সেবা-ভিত্তিক পয়েন্ট সিস্টেম চালু করে দীর্ঘমেয়াদি স্বীকৃতি বা সুযোগ
(যেমন সরকারি প্রকল্পে অগ্রাধিকার) নিশ্চিত করা।

০৬. সমন্বয় ও নজরদারি

স্থানীয় বন কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে স্বেচ্ছাসেবীদের কার্যক্রম পরিচালনা।
প্রতিমাসে কার্যক্রম প্রতিবেদন প্রদান বাধ্যতামূলক।

📌 বিস্তারিত কার্যক্রম (৬ মাসের জন্য)

১ম এবং ২য় মাস: পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি:

স্বেচ্ছাসেবক নিবন্ধনের জন্য ফরম ও নির্দেশিকা প্রস্তুত।
নিবন্ধন কাজে কমিটি গঠন।
প্রচারণা কার্যক্রম শুরু (পোস্টার, সামাজিক মাধ্যম, স্থানীয় সভা)
অনলাইন নিবন্ধন প্ল্যাটফর্ম চালু করা।

৩য় ও ৪র্থ মাস: যাচাই ও নিবন্ধন

৫০ টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ১০০০ জন স্বেচ্ছাসেবীর যাচাই ও নিবন্ধন।

৫ম ও ৬ষ্ঠ মাস: প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

৩ দিনব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ (বন্যপ্রাণী উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা, তথ্য
সরবরাহ)।
মাঠপর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা।
অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি ও মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন।

📌 প্রত্যাশিত ফলাফল

তিন মাসে ৫০ টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ১০০০ নিবন্ধিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
স্বেচ্ছাসেবক তৈরি হবে।
একটি কার্যকর ডিজিটাল ডাটাবেজ গড়ে উঠবে।
স্থানীয় জনগণের মধ্যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।
ভবিষ্যতে জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য একটি কার্যকর পাইলট
মডেল তৈরি হবে।
সংশ্লিষ্ট এলাকার বন্যপ্রাণী ও তাদের আবাসস্থল সংরক্ষিত হবে।

References

- BFD. (2025, 10 01). Affiliated Office. Retrieved from Forest Department: <https://bforest.gov.bd/>
- Islam, T. (2015, 09 29). Employee status. (F. T. Zohora, Interviewer)
- IUCN. (2016). Bangladesh: Red List reports 31 Regionally Extinct and 390 Threatened animal species. Dhaka: IUCN.
- Karim, M. R. (2025, 10 01). Volunteer participation in Wildlife conservation. (F. T. Zohora, Interviewer)



119th Senior Staff Course

Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership



“A civil servant’s signature is not power—it is responsibility”



BPATC